SEM-IV (HONS)

CC PAPER-X

History of India (1858-1964)

Q. মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলন এবং পাকিস্তান প্রস্তাব :- (Lahore Session of the Muslim League and Demand for Pakistan) :-

Ans. ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অশুভ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। জাতীয় আন্দোলন প্রসার লাভ করলে ব্রিটিশ সরকার সুপরিকল্পিত উপায়ে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ অনুপ্রবেশে তৎপর হল। ব্রিটিশ কূটনীতির ফাঁদে মুসলিম লীগ, শিখ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আবদ্ধ হতে লাগল। দেশের অখণ্ড স্বার্থ ও মুক্তি সংগ্রামের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্প্রদায়িক দলগুলি নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় মনোনিবেশ করল। ফলে জাতীয় আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ব্রিটিশের বিভেদনীতি জয়লাভ করল।

ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলির মধ্যে মুসলিম লীগ ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরিণত হল। মুসলিম লীগের প্রধান নেতা ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে, ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগী নীতি গ্রহণ করলে মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হবে। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল যে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীকে কোন প্রকার রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে বিশের দশকের শেষ দিকে ভারতের সাংবিধানিক সংস্কারের বিষয়ে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয় ও কংগ্রেসের তরফে নেহেরু রিপোর্ট পেশ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব

মুসলিম লীগের মনঃপূত হল না। জিন্না মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চৌদ্দ-দফা দাবি তুলে ধরলেন। ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজের ছাত্র রহমৎ আলির মুখেই প্রথম পাকিস্তান শব্দ উচ্চারিত হল। ইতিমধ্যে জিন্না গোলটেবিল-বৈঠকে যোগদান করে ১৯৩৪ সালে মুসলিম লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের উগ্রতা আরও বৃদ্ধি পেল। ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে লীগ কর্ণধার জিন্না অত্যন্ত বিচলিত হলেন। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রিটিশ যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীরা একে একে পদত্যাগ করলেন। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস-শাসন অবসান হলে জিন্না ভারতের সর্বত্র মুসলমান সমাজকে 'মুক্তি দিবস' বলে পালন করলেন। এর পর ১৯৪০ সালে জিন্না 'দ্বিজাতি' তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে মুসলিমদের জন্য 'পাকিস্তান' নামক পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হল। পাকিস্তান প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল - উঃ-পূঃ ও উঃ-পঃ ভারতের যেসকল অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেইসকল অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এইভাবে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সূচনা হয়, পাকিস্তান প্রস্তাবে সেই গতিধারা পরিণতি পায়। ভারত ছাড় আন্দোলনের ফলে যখন কংগ্রেস নেতারা কারাগারের অন্তরালে রইলেন, তখন জিন্না মুসলিম লীগের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে সমর্থ হলেন। জিন্নাকে সংযত করার জন্য গান্ধীজী ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বরে জিন্নার সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় বসলেন। কিন্তু গান্ধী-জিন্না বৈঠক বিফলে গেল। এই অবস্থায় জিন্না ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের দাবি আদায়ের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নির্দেশ দেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে "Jinnah's Rubicon" বলা হয়ে থাকে। এর ফলে বাংলা, বিহার,

পাঞ্জাব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হল। ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় কংগ্রেস বাধ্য হয়ে ভারত বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত হল এবং অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দেশভাগ মেনে নিল।